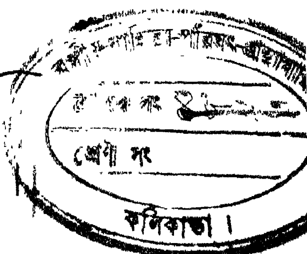
আদিপুরাণ

প্রথম খণ্ড



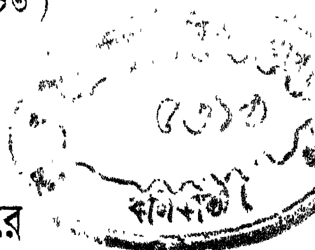
(সরলপদ্যে রচিত)
প্রকাশক

ও

গ্রন্থকার

এইচ্ বি, রে

১৭ নং চক্রবেড়িয়া রোড্ নর্থ, বালিগঞ্জ
কলিকাতা।



সন ১৩১৯ সাল।

[মূল্য ।০ আনা মাত্র।

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

আদিপুরাণ

প্রথম ভাগ।

নিবেদন।

রামায়ণ, মহাভারত সহজ সরল পদ্যে লিখিত হওয়ায় সরলমতি বালক-বালিকা এবং অল্প শিক্ষিতা মহিলারা পর্য্যন্ত যেরূপ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে ও স্মরণ রাখিতে সক্ষম হন, সেইরূপ বালক-বালিকাদের মধ্যে এবং অল্প শিক্ষিত নর-নারীর মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করাইবার প্রয়াসে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই মহাগ্রন্থের ইতিহাস বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি পুস্তকখানি পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটে সমাদর লাভ করিতে পারিলে অধীন সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিবে।

এই মহৎ কার্য্যে যে সকল ধর্ম্মমতি সুশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া এই সৎকার্য্য-অনুষ্ঠানে সহানুভূতি ও উৎসাহ দান করিয়াছেন, এ অধীন তাঁহাদিগের সকলের নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

১২ই নবেম্বর
১৩১৯ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

আদিপুরাণ।

প্রথম খণ্ড।

প্রস্তাবনা।

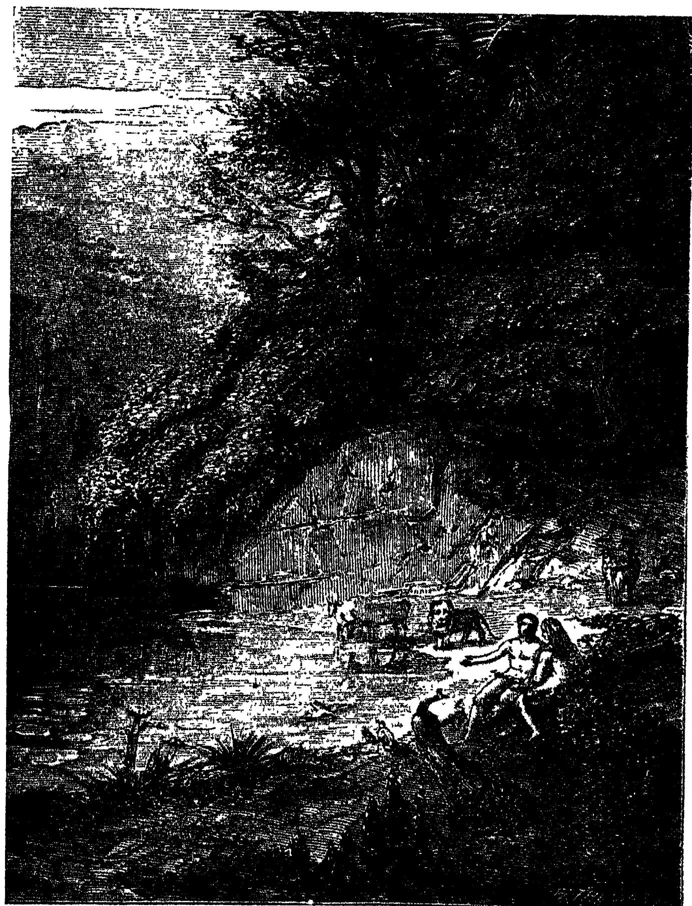
"নলিনীদলগত জলমতি-তরলম্,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।
মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বম
হরতি নিমেষাৎ মৃত্যুঃ সর্ব্বম
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ঈশপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥"

"এই যে নেহার ধরা" অতি মনোহর।
সৃজিলেন কোন্ জন বলিতে কি পার ?
ঈশ্বর তাঁহার নাম সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
তিনি ছাড়া কেহ নহে নিখিলের স্বামী ॥
দয়ার সাগর তিনি সর্ব্ব গুণাকর।
তুলনায় নাহি কেহ তাঁর বরাবর ॥
যদিও তাঁহারে মোরা দেখিতে না পাই।
বিরাজেন নিরাকারে তিনি সব ঠাঁই ॥
পশু পক্ষী জীব জন্তু যত কিছু দেখ।
সকলই সৃজিত তাঁর সদা মনে রেখ ॥
তিনি বিনা আমাদের কেহ নাহি আর।
একমাত্র তিনি হন জীবনের সার ॥
মানব জনম যবে পেয়েছ এ ভবে।
নিশ্চয় রাখিও মনে মরিতে যে হবে ॥
ধূলার শরীর তব মিশাবে "ধূ"লায়।
বৃথায় জীবন তাই ত্যজনা হেলায় ॥
ভক্তিভাবে উপাসনা করিবে তাঁহার।
নিশ্চয় কাটিবে দিন সুখেতে তোমার ॥
ধরণীতে সুখ শান্তি যাহা কিছু আছে।
লভিবে মানব তুমি 'বিশ্বনাথ' কাছে

একদিন বিশ্বপতি বসিয়া বিজনে।
স্থজিবারে ভূমণ্ডল ভাবিলেন মনে॥
আপন সন্তানে তথা ডাকি সঙ্গোপনে।
কহিতে লাগেন তাঁরে মধুর বচনে॥
স্থজিব জগৎ এবে মনুষ্যের লাগি।
বিচারিতে পাপ পুণ্য হয়ে অনুরাগী॥
তোমারেও যেতে হবে ধরণী-ভিতরে।
স্থাপিতে আমার কীর্ত্তি তাহার উপরে॥
আত্মদানে করিবেক সবারে উদ্ধার।
তবেত জানিব আজ্ঞা পালন আমার॥

ইহা শুনি ঈশ-পুত্র কহেন পিতারে।
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য সাধিব ইহারে॥
আমা হ'তে হয় যদি মানবের হিত।
প্রফুল্লিত মনে তাহা করিব নিশ্চিত॥
এতবলি দয়াময় কিছুকাল পরে।
নরদেহে আসিলেন ধরণী-ভিতরে॥
প্রকাশিতে ভূমণ্ডলে নামের কীর্ত্তন।
ক্রুশোপরি করিলেন আত্মবিসর্জ্জন॥
দেখায়ে অদ্ভূত লীলা সেই লীলাময়।
ধরামাঝে রাখিলেন নিজ পরিচয়॥

মূঢ় জন সেইজনে না করে স্মরণ।
তিলেক ভাবেনা কভু কেবা সেইজন ॥
নীচ কাজে রত তারা নির্ভীক অন্তরে।
অহংকারে মত্ত সবে নাহি তাঁরে ডরে ॥
হবে যবে তাহাদের দেহের পতন।
জানে না যে যেতে হবে তাঁহার সদন ॥
বিচারের দিন শেষে উপস্থিত হ'লে।
লভিবে অশেষ শাস্তি নিজ কর্ম্মফলে ॥
তাই বলি মূঢ় মন ভুল না সে জনে।
শান্তি সুখ যাচ তুমি তাঁহার চরণে ॥
খৃষ্ট-ধনে রেখ মনে জীবনের সার।
তিনি বিনা আমাদের গতি নাহি আর ॥



ইডেন্ উদ্যানে এ্যাডাম্ ও ইভ্।

আদিপর্ব্ব।



সৃষ্টি।

আদিতে উদ্যান এক ছিল মনোহর।
ফল পুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষ স্তরে স্তর॥
ইডন্ নামেতে উহা ঘোষিত জগতে।
ছ'দিনে সৃজেন বিভু আপন ইচ্ছাতে॥
অ্যাডামে মানব রূপে করেন নির্ম্মাণ।
খ্যাত যিনি চরাচরে মনুষ্য প্রধান॥
ইভ্ নামে সহচরী সৃজিলেন পরে।
স্থাপিতে মানব লীলা ধরণী-ভিতরে॥
অ্যাডাম্ কঙ্কাল হ'তে গঠিত সে নারী।
কেমনে নির্ম্মিত হয় বলিতে না পারি॥
আশ্চর্য্য তাঁহার কীর্ত্তি অনুমান হয়।
সৃষ্টি স্থিতি তাঁহারই, তাঁহাতেই লয়॥
স্থাপিলেন দুইজনে উদ্যান ভিতর।
সুখময় মনোহর সুন্দর আগার॥

পবিত্র ভাবেতে সেই রমণীয় স্থানে।
লাগিল কাটাতে কাল হরষিত মনে ॥
আদেশেন প্রভু দোঁহে সাবধান হ'তে।
নিষেধিত দুটী বৃক্ষ ছিল উদ্যানেতে ;
একটি বৃক্ষের নাম 'জ্ঞান' বৃক্ষ হয়।
অন্যটি জীবন বৃক্ষ সর্ব্বজনে কয় ॥
সাবধান খেওনাক জ্ঞান বৃক্ষ ফল।
খাইলে পাইবি তোরা বিষময় ফল ॥
মরণ হইবে দোঁহে জানিও নিশ্চয়।
কোন মতে পাবে নাক আমার আশ্রয় ॥
ঈশ্বরের ওই বাণি করিয়া স্মরণ।
দম্পতি করিতে লাগে জীবন যাপন ॥
ধর্ম্ম আলাপনে দিন প্রবাহিত করি।
সতর্কে রহেন তথা জগদীশ স্মরি ॥

পাপ।

হেনকালে ঈশদ্বেষী দুষ্ট শয়তান।
নিজ পাপ প্রকাশিতে হ'ল আগুয়ান ॥
হিংসাদ্বেষ-পরিপূর্ণ কুটিল হৃদয়ে।
সর্পবেশে দিল দেখা অ্যাডাম্ আলয়ে ॥

ইত —সন্নিধানে তুষ্ট করিয়া গমন।
কহিতে লাগিল তারে এরূপ বচন॥
দেখনা ললনা চেয়ে কি সুন্দর ফল।
খেয়ে দেখ পাবে তুমি চতুর্ব্বর্গ ফল॥
কেমন সুপক্ক উহা করলো আস্বাদ।
মানব বাঞ্ছিত উহা নাহি কোন বাদ॥
ঈশ্বর ছলনা করি নিবারে তোমায়।
পাছে তুমি জ্ঞানী হও ঈশ্বরের ন্যায়॥
কি সুন্দর হের ফল লোহিত বরণ।
খেয়ে দেখ হবে তুমি ঈশ্বর মতন॥
অমর রহিবে তুমি ধরণী ভিতরে।
সাধিতেছি তাই বালা তব হিততরে॥
প্রথমে হরিত ফল করহ ভক্ষণ।
ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান হইবে অর্জ্জন॥
লোহিত বরণ ফল খাইও গো পরে।
অমর হইবে তুমি নাহি যাবে মরে॥

মায়ার প্রভাবে সেই সরলা ললনা।
ধীরে ধীরে মনে মনে করেন কল্পনা॥

সত্য হবে নিশ্চয়ই এই সর্প-বাণী।
নহে কেন নিষেধিলা ঈশ্বর আপনি॥
খাইব দুজনে মোরা ওই বৃক্ষ ফল।
যাহা হয় হবে শেষে অদৃষ্টের ফল॥
এত ভাবি মনে মনে সর্পের ছলনে।
অবশেষে পাড়ি ফল পূরিল বদনে॥
অর্দ্ধখানি হাতে লয়ে আনন্দিত মনে।
ধীরে ধীরে যান তিনি পতির সদনে।
কহিতে লাগেন তাঁরে মৃদু মৃদু ভাষে।
এনেছি এ সুধা ফল খাওগো হরষে॥
অ্যাডাম সুমিষ্ট ফল দিলেন মুখেতে।
অধোগতি জীবগণ সেইদিন হ'তে॥
সত্য ইহা জেন' ম'নে পাঠক সুধীর।
লেশমাত্র নহে ইহা কল্পিত কবির॥

হায় নারী!

যদি না করিতে তুমি পাপের সঞ্চার।
হ'ত কি গো আমাদের এরূপ আচার॥
লঙ্ঘিয়া ঈশ্বর বাক্য মজাইলা সবে।
মজিলা তুমিও তাই বুদ্ধির অভাবে॥



সর্প কর্ত্তৃক প্রতারিতা হইয়া ইভের নিষিদ্ধ-বৃক্ষের ফল চয়ন।

অভিশাপ।

ঈশ্বর আসিয়া শেষে ডাকেন অ্যাডামে।
উত্তর কাহার' তিনি না পান উদ্যানে॥
অবশেষে মনে মনে করিলেন স্থির।
অবহেলি মম বাক্য হয়েছে অধীর॥
হেরিয়া সে নত শিরে অ্যাডাম—ইভেরে।
ক্রোধান্বিত হ'য়ে তিনি সেই ব্যবহারে॥
কহিতে লাগেন পরে জগতের স্বামী।
নিষেধিছি কতবার তোমাদের আমি॥
না খাইতে 'জ্ঞান' ফল সুমধুর ভেবে।
শুনিলে না মম বাণি কষ্ট পাও এবে॥
অ্যাডাম কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলা।
নহি আমি অপরাধী আনি দেয় বালা॥
শুনিয়া ফলের গুণ সর্পের মুখেতে।
ইভের জন্মিলা লোভ উহা আস্বাদিতে॥
আনিয়া আমায় দেয় সরলা ললনা।
এ দশা হইবে মোর ছিলনাক' জানা॥
অপরাধী তব পদে আমরা দু'জন।
নমি পায় ক্ষমা কর ওহে মহাজন॥

"যে পাপে হয়েছ লিপ্ত ক্ষমা তার নাই।
আজি হতে এ উদ্যানে নাহি পাবে ঠাঁই॥"
এতবলি দুইজনে দেন তাড়াইয়া।
খড়্গ হাতে দুই দূত দ্বারেতে রাখিয়া॥
রোষভরে অভিশাপ দিলেন তখন॥
কষ্ট ভোগী হ'ক এবে মানব জীবন॥
আজ হতে মানবের উদরের তরে।
মস্তকের ঘর্ম্ম এবে যাইবেক ঝরে॥
নারীগণে ভুগিবেক প্রসব বেদন।
সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবে সন্তান॥

পরিশ্রম।

দুইজনে তথা হতে হইয়া তাড়িত।
লঙ্ঘিয়া ঈশ্বর বাক্য হলেন পতিত॥
কৃষি কাজে অ্যাডাম কাটাইলা কাল।
মহাপাপ মানবের হইল জঞ্জাল॥
অবশেষে দুই পুত্র পাইলেন তাঁরা।
কেন্ ও এবেল্ নামে ঘোষিত গো যারা॥



সংসারক্ষেত্রে এ্যাডাম্‌ ও ইভ্‌।

পিতৃ-ব্যবসায়ী হন প্রথম তনয়।
মেষ পালকের কাজ দ্বিতীয়টি লয়॥
মানবের পুরাবৃত্ত এই ত হে হয়।
সত্য জেনো মনে ইহা রচিত গো নয়॥
ঈশ-বাক্য অবহেলি পতিত গো সবে।
বিভুপদে রেখো মন পাপ দূরে যাবে॥

প্রলয়।

বংশবৃদ্ধি মানবের হয় দিনে দিনে
জড়িত হইতে লাগি প্রণয় বন্ধনে॥
ঈশ্বরের দূতগণ সুন্দরী দেখিয়া।
মানবের কন্যাগণে লয়েন বাছিয়া॥
পত্নীরূপে তাহাদের করেন গ্রহণ।
ইহা দেখি ঈশ্বরের টলিল গো মন॥
পাপের প্রকোপ দেখি ভাবিলেন মনে।
সৃজিলাম ভূমণ্ডল কিসের কারণে?
নর্ম্মিয়া জগত এবে অনুতাপ হয়।
নীচ কাজে রত দেখি মানব হৃদয়॥
ভাবিয়া আপন মনে করিলেন স্থির।

ধ্বংশিব নিশ্চয় এবে মনুষ্যের নীড় ॥
রাখিব না আর আমি পাষণ্ড মানব।
ধরা হতে উচ্ছেদিব দুরাত্মা দানব ॥
এত ভাবি মনে মনে করেন কল্পনা।
পাপিগণে দিতে হবে অশেষ যন্ত্রণা ॥
বন্যা আনি প্রাণ নাশ করিব সবার;
সৃষ্টির নূতন ক্রিয়া স্থাপিব আবার ॥
নোয়া নামে ছিল এক ধার্ম্মিক প্রবর।
সদয় ছিলেন বিভু তাহার উপর ॥
সম্ভাষিয়া গুণময় কহেন তাহারে;
জীবের অন্তিমকাল উপস্থিত দ্বারে ॥
ভ্রষ্টাচারী প্রাণিগণে হয়েছে এখন।
নিশ্চয় করিব আমি জগত নিধন ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া আমি জানিহে তোমায়।
আজ্ঞা যাহা দিই আমি পালিবে তাহায় ॥
গোফর কাষ্ঠের তরী করহ নির্ম্মাণ।
প্রলয় দামিনী হতে রক্ষিবারে প্রাণ ॥
ত্রিতল ভাবেতে উহা করিবে গঠন।
ধুনা দিয়া আগাগোড়া করিবে লেপন ॥

দীর্ঘে যেন হয় তরী তিনশত হস্ত।
পঞ্চদশ হস্ত তারে করিবে প্রশস্ত ॥
ঊর্দ্ধভাগে ত্রিশ হাত উহা যেন হয়।
পার্শ্বভাগে দ্বার তার রাখিবে নিশ্চয় ॥
সন্তান সন্ততি লয়ে রহিবে তথায়।
জীব জন্তু জোড়া জোড়া রাখিবে সেথায় ॥
ভূচর খেচর যাহা পশু পক্ষী আছে।
সপ্ত জোড়া রাখিবেক আপনার কাছে ॥
খাদ্য বস্তু সমুদায় করিবে সঞ্চয়।
তা হ'লে রক্ষিত হবে জীবন নিশ্চয় ॥
শুনিয়া প্রভুর মুখে এ সব বয়ান।
যথাকালে করে নোয়া তরণী নির্ম্মাণ ॥
আজ্ঞা মতে জীবগণে রাখিলা ভিতরে।
নামিল প্রবল বর্ষা সপ্তদিন পরে ॥
বর্ষিল জগৎ মাঝে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।
দিনে দিনে লোপ পায় ঈশ্বরের সৃষ্টি ॥
বাঁচিল, আছিল যারা তরণী ভিতরে।
সৃষ্টি লোপ হয় শেষে পঞ্চমাস পরে ॥
স্থল মধ্যে যত কিছু জীব জন্তু ছিল।
একে একে সবে তারা জলেতে ডুবিল ॥

ধীরে ধীরে যায় তরী অ্যারাটের ধারে।
লাগিয়া রহিল গিয়া পর্ব্বত উপরে॥
সপ্ত মাসে সপ্ত দিনে লাগিল তথায়।
দশ মাসে পর্ব্বতের শৃঙ্গ দেখা যায়॥
হ্রাস পায় দিনে দিনে প্রলয়ের জল।
ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে বাহিরিল স্থল॥
বায়সে আনিয়া ছাড়ি খুলি বাতায়ন।
পরীক্ষ'য়ে নোয়া এবে স্থল-বিবরণ॥
ইতস্ততঃ চারিদিক করিয়া ভ্রমণ।
ফিরিয়া না আসে কাক আপন ভবন॥
ইহা দেখি নোয়া মনে করিলেন স্থির।
হয় নাই হ্রাস বুঝি সেই জলধির॥
কপোত ছাড়িয়া দেন, ছয় দিন পরে।
ফিরিয়া আসিল উহা তরণী উপরে॥
সপ্তদিন পরে পুনঃ উড়ান উহায়।
সন্ধ্যাকালে আসে ফিরি আপন বাসায়॥
দেখিয়া নবীন পত্র চঞ্চুতে তাহার।
ভাবিলেন মনে মনে নোয়া এইবার॥
নবীন পল্লব কোথা পাইল কপোত।
অনুমান করি জল হয়েছে নির্গত॥

কিছুদিন এইভাবে হইলে অতীত।
উড়াইয়া দিব আমি আবার কপোত॥
ফিরিয়া যদি না আসে আপন ভবন।
বিশেষ জানিব তবে স্থল-বিবরণ॥
এই ভাবি নোয়া শেষে সপ্তদিন পরে।
উড়াইয়া দেন পুনঃ আবার উহারে॥
দেখিয়া কপোত আর না ফিরিল ঘরে।
বুঝিলেন মনে মনে জল নাই তীরে॥
এত ভাবি ছাদ খুলি দেখিলেন পরে।
নাহিক তিলেক জল স্থলের উপরে॥
হেনকালে ভগবান আসিয়া তথায়।
আদেশে'ন নোয়ারে নামিতে সেথায়।
পুত্র কন্যা জীব জন্তু লইয়া সবারে।
অবতীর্ণ হও এবে স্থলের উপরে॥
পাপময় ধরা এবে হয়েছে নিধন।
প্রাণিময় হোক ধরা আবার এখন॥

নূতন সৃষ্টি ও নিয়ম।

উতরিলা নোয়া এবে তরীর বাহিরে।
ছাড়িয়া দিলেন আসি ভূচর খেচরে॥
নিরখিয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা।
উথলিয়া উঠে তাঁর আনন্দের সীমা॥
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ঈশ্বরের পায়।
প্রচুর প্রস্তররাশি আনিলা তথায়॥
তাহ'তে করেন এক বেদির নির্ম্মাণ।
হোম করি পশু পক্ষী দেন বলিদান॥
সন্তুষ্ট হইয়া পিতা কহেন নোয়ায়।
হইবেক আর নাহি প্রলয় ধরায়॥
বাস কর সবে মিলি সুখেতে এখন।
ধরণীতে অভিশাপ না দিব কখন॥
আজি হতে এ নিয়ম করিনু স্থাপন।
মেঘ ধনু উদিবেক ইহার লক্ষণ॥
দয়াময় ঈশ্বরের করুণা অপার।
তিনি ছাড়া আমাদের কেহ নাহি আর॥
দেখালেন ভাল লীলা তমাছন্ন জীবে।
স্থাপিয়া অদ্ভুত কীর্ত্তি আপন প্রভাবে॥



জল-প্লাবনের পর নোয়ার যজ্ঞাহুতি ।

বিশ্বাস রাখিও সদা তাঁহাতেই তুমি।
ত্রাণকর্ত্তা সেই জন অখিলের স্বামী॥

বাবিলে ভাষাভেদ।

নব রাজ্য স্থাপনের অল্পদিন পর।
জন্মিতে লাগিল তথা নোয়া-বংশধর॥
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় সন্তান সন্ততি।
নির্ম্মাণ করিল সবে আপন বসতি॥
সুন্দর নগর এক করিয়া স্থাপন।
করিতে লাগিল তথা জীবন যাপন॥
আবাস গগন ভেদী করিল নির্ম্মাণ।
বিখ্যাত করিতে সবে নিজ নিজ নাম॥

প্রতিমা পূজা।

মাটি কাঠ দিয়া করি প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সম্মুখে রাখিয়া সবে করিত প্রণাম॥
দেবতা মানিয়া তারে পূজি অর্ঘ্য দিয়া।
শীতল করিত সবে আপনার হিয়া॥

ইহা দেখি ভগবান ভাবিলেন মনে।
সত্বর প্রেরিতে হবে আপন সন্তানে॥

অব্রাহমের বিবরণ।

অব্রাহম বিবরণ কহিব এখন।
মন দিয়া শিশুগণ করহ শ্রবণ॥
টেরা নামে ছিল এক সেম-বংশধর।
তিন পুত্র জন্মে তাঁর, যবে বয়স সত্তর॥
অব্রাম্, নাহোর্, হারান, রাখিলেন নাম।
অকালে হরিল কাল কনিষ্ঠের প্রাণ॥
সারী নামে ছিল নারী অতি নিরুপমা।
রূপগুণে ভূষিতা সে নাহি তাঁর সীমা॥
পরিণয় করিলেন অব্রাম তাঁহারে।
বলিব তাদের কথা আমি এইবারে॥
নিরখিয়া মানবের প্রতিমা পূজন।
ভাবিলেন মনে মনে বিভু সনাতন॥
নিশ্চয় হয়েছে এরা জ্ঞান-শক্তিহীন।
নহে কেন চাহে সবে আমার বিলীন॥

ধর্ম্মভীরু নিষ্ঠাবান অব্রামে দেখিয়া।
কহিতে লাগেন প্রভু তাহারে ডাকিয়া॥
উপদেশ যাহা আমি দিব হে তোমারে।
সাধিবে সকল তুমি নির্ভীক অন্তরে॥
দেখাব তোমারে আমি অন্য কোন স্থান।
ত্যজিয়া আপন দেশ করহ প্রস্থান॥
যাইয়া তথায় তুমি করহ বসতি।
উৎপন্ন হইবে সেথা সন্তান সন্ততি॥
মহাজাতি সমুৎপন্ন হইবে তথায়।
তব মহত্ত্বের আমি দিব পরিচয়॥
রহিবে তোমাতে মম স্নেহ আশীর্ব্বাদ।
কেহ নাহি সাধিবেক তব প্রতি বাদ॥
অভিশাপ কেহ যদি দেয় গো তোমারে।
দিব আমি অভিশাপ তখনি তাহারে॥
মিষ্টালাপে আশীর্ব্বাদ করিবে যে জন।
সেই জন হবে মোর স্নেহের ভাজন॥
এত বলি দয়াময় হন অন্তর্দ্ধান।
অব্রাহমে দিয়া তিনি সবিশেষ জ্ঞান॥

অব্রাহমের কনানে গমন।

রক্ষিতে ঈশ্বর বাক্য অব্রাম সুধীর।
যাইবারে নবদেশে হলেন অধীর॥
সঙ্গে লয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রে, ভার্য্যায় আপন।
কনানের দিকে তিনি করেন গমন॥
যাইয়া তথায় করি বেদির নির্ম্মাণ।
স্থাপিলেন ধরামাঝে আপনার নাম॥
বেথেলের পূর্ব্বধারে পর্ব্বত উপরে।
পাড়িল' শিবির এক আবাসের তরে॥
ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তথায়।
কাটাইলা কিছুকাল আনন্দে সেথায়॥
দুর্ভিক্ষ পীড়নে পরে হইয়া অস্থির।
ত্যজিতে কনান দেশ করিলেন স্থির॥
ক্রমান্বয়ে দক্ষিণেতে করিয়া গমন।
মিসরে আসিয়া শেষে উপনীত হন॥

মিসর যাত্রা।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥"

পত্নীরে ডাকিয়া তিনি ক'ন ধীরে ধীরে।
আজ্ঞা যাহা দিব আমি পালিবে তাহারে॥
পতিপরায়ণা আমি তোমারে গো জানি।
কহি আমি যাহা তুমি লহ দেখি মানি॥
তোমায় সুন্দরী দেখি মিসরের জাতি।
লভিতে তোমায় হায় করিবেক স্তুতি॥
সাবধান তাই আমি করি গো তোমায়।
পতি ব'লে পরিচয় দিও না আমায়।
ভার্য্যা বলে জানাইলে জানিহ নিশ্চয়।
মিসরীর হাতে মোর জীবন সংশয়॥
তুমি মোর ভগ্নি বলি কহিবে সবারে।
তাহ'লে আমার প্রাণ বাঁচিতে গো পারে॥
তব অনুরোধে মোর হইবে মঙ্গল।
নিশ্চয় হইবে মোর উদ্দেশ্য সফল॥
* ভাবে মনে ধীরে ধীরে অব্রাম মহিষী।
ঘটিল কি দায় হায় হইয়ে রূপসী॥

না জানি কেমনে হায় পতিরে এখন।
ভ্রাতা বলি করি আমি আজি সম্ভাষণ॥
হৃদয় সর্ব্বস্ব যিনি হৃদয়ের ধন।
অন্যভাবে নিরখিব কেমনে এখন॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি যাঁরে কৈ'নু পরিণয়।
কেমনে গো ভ্রাতা ব'লে দিব পরিচয়॥
বিষম সমস্যা কেন হইল এমন।
থর থর কাঁপে হিয়া চমকিত মন॥
প্রণয় বন্ধন কেহ লুকাতে কি পারে?
সে প্রণয় ধরা দেয় নয়নের আড়ে॥
কেমনে সম্বন্ধ এই রাখি আমি চাপি।
বহ্নি কভু রাখা যায় ভস্মেতে কি ঢাকি?
এত ভাবি মনে মনে করেন কল্পনা।
অদৃষ্টে কি আছে হায় নাহি যায় জানা॥
বিভুপদে করি আমি আত্ম-সমর্পণ।
ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন সেই মহাজন॥
নমি আমি বিভু পদে তব হিত তরে।
চল যাই এবে মোরা মিসর ভিতরে॥
এত বলি দুই জনে পশিলা মিসরে।
ঈশ্বরে স'পিয়া প্রাণ নির্ভীক অন্তরে॥

সারীরে দেখিয়া সবে পরমা সুন্দরী।
বর্ণিবারে দূতগণ রূপের মাধুরী ॥
নৃপতির সন্নিধানে করিয়া গমন।
কহিতে লাগিল তাঁরে এরূপ বচন ॥

মিসর রাজের নিকট সারীর রূপ বর্ণন।

শুন মহারাজ, আসিয়াছি আজ
বর্ণিবারে অদ্ভুত বারতা।
নগরের দ্বারে, দেখি ধীরে ধীরে
আসে এক বণিক দুহিতা ॥
সুন্দর গঠন, নয়ন রঞ্জন
কেশ দাম লুটাইছে পায়।
হাসি মাখা মুখ, নেহারী চিবুক
কুসুম ভ্রমে ভ্রমর ধায় ॥
নয়নের কোণে, তীক্ষ্ণ সর হানে
ভ্রূযুগল শরাসন প্রায়।
ঠমকি চলন, করে আকর্ষণ
প্রাণ মন বিদ্যুতের ন্যায় ॥

আজ্ঞা কর মোরে, আনিগে উহারে
সাদরে ডাকি আপন ঘরে।
নবীনা যুবতী, সুন্দর মূরতি
বসুক বামে আলো'ক করে॥
দূত মুখে শুনি, রূপের কাহিনী
কহে' দূতে মিসর রাজন।
যাও ত্বরা করি, আন সে সুন্দরী
আদরে তারে করে' যতন॥
দ্রুতবেগে ধায়, চকিতের প্রায়
সারী পাশে করিয়া গমন।
কহে সে প্রহরী, শুন ওগো নারী
চল সাথে রাজার ভবন॥
আহ্বানি' তোমায়, পাঠাল আমায়
সাদরে সম্ভাষি মিসর-রাজ।
এস সাথে বালা, হওনা উতলা
যাইতে সেথা নাহি কোন লাজ॥
তব হিত তরে, রাজার শিবিরে
আনন্দ ভেরী বাজিবে আজ।
নগরে বাহিরে, প্রতি ঘরে ঘরে
পরিবে সবে উৎসব সাজ॥

কহে ধীরে সারী, না বুঝিতে পারি
কেন করে রাজা সম্ভাষণ।
আমি ভিখারিণী, তাঁহারে না জানি
কেমনে যাইব তাঁহার সদন॥ *

বুঝায়ে সারীরে কয় অব্রাম সুধীর।
দ্বিধা নাহি কর বালা হওনা অধীর॥
পূর্ব্বের আদেশ মম করিয়া স্মরণ।
যাও তুমি দূত সাথে রাজার ভবন॥
ঈশ্বরে রাখিবে মতি তুমি সুলোচনা।
লভিতে তাঁহারে তুমি করিবে কামনা॥
প্রথম পরীক্ষা ভবে এই তব হয়।
সাবধান দিও না'ক মম পরিচয়॥
আবার সতর্ক আমি করি গো তোমায়।
নতুবা জানিহ মোর জীবন সংশয়॥
চাহে সারী পতি পানে বিষাদিত মনে।
দর দর ঝরে জল নয়নের কোণে॥
বন্দী যেন পড়ি কাঁদে ঘাতকের হাতে।
স্থির নাহি রহে কভু বিপদের পথে॥
অধীর হইয়া পড়ি আলু থালু চায়।
ভাবে মনে কেবা আছে রক্ষিতে আমায়॥

তেমতি সে কুলবালা চারিদিকে চায়।
পতি পানে চাহি তার বুক ফেটে যায়॥
এক মনে করি শুধু ঈশ উপাসনা।
কহে নারী দয়াময় করহে করুণা॥
তুমি বিনা এ বিপদে গতি নাহি আর।
রক্ষা কর প্রভু আজ সতীত্ব আমার॥
নিরুপায় ভাবি মনে কহিলা দূতেরে।
"চল দূত কোথা যাবে লইয়া আমারে?
আছে কিহে মানা তব রাজার এমন।
সাথে মোর লইবারে নিজ পরিজন?
একাকী যাইতে মোর মন নাহি সরে।
কাঁপিছে হৃদয় মম থর থর করে॥"
করজোড়ে কহে ধীরে রাজার প্রহরী।
লহ সাথে পরিজন নিষেধ না করি॥
এত বলি ধীরে ধীরে চলিলা সকলে।
উপনীত হন পরে রাজসভা স্থলে॥
দেখিয়া সারীরে রাজা আনন্দে মগন।
পরিচয় জিজ্ঞাসিলা তাহারে তখন॥
পূৰ্ব্ব কথা মত সারী দেন পরিচয়।
সত্য বলি তাহা রাজা করেন প্রত্যয়॥

আদরে সোহাগ ভরে সারীরে ডাকিয়া।
রাজ-অন্তপুরে তাঁরে রাখেন আনিয়া ॥
সযতনে অব্রাহমে অভ্যর্থনা করি।
ধনরত্ন কত দেন বর্ণিতে না পারি ॥
সারীর নিকটে পরে করিয়া গমন।
দেখাতে লাগেন তারে কত প্রলোভন ॥
ঈশ্বরে স্মরিয়া সারী কহেন রাজারে।
"কেন বৃথা কর আশা লভিতে আমারে।
ধর্ম্মে মন দেহ রাজা আমারে ছাড়িয়া।
পাপলিপ্সা ত্যজ রাজা ঈশ্বরে স্মরিয়া ॥
উত্তরিলা সারীরে সে নৃপতি তখন।
কেন বালা দাও জ্বালা এত নিদারুণ ॥
দূত মুখে শুনি তব রূপ বিবরণ।
নয়ন চাহিল মোর তব দরশন ॥
পাঠাইনু তাই দূতে আনিতে তোমায়।
সাদরে যতনে ত্বরা আপন আলয় ॥
চেয়ে দেখ একবার তুলিয়া বদন।
জানু পাতি ভিক্ষা মাগে মিসর রাজন ॥
প্রেম ভিক্ষা দানে তুমি তুষ' একবার।
বাঁধা রব চিরকাল চরণে তোমার ॥

প্রেমিকা হইয়া তুমি একি কথা বল।
পায়ে ধরি সুলোচনা নাহি কর ছল॥"
শুনিয়া রাজার কথা কহিল সে বালা।
"আমারে লভিতে তুমি হওনা উতলা॥
যে বাসনা কর তুমি আমা লভিবারে।
সে বাসনা ন্যস্ত কর পরম ঈশ্বরে॥
দয়ার সাগর যিনি নিখিলের স্বামী।
ভাব মনে একবার তাঁহারে গো তুমি॥
আমা হতে মনোরম দেখিতে তাঁহারে।
একবার ডেকে দেখ কাতর অন্তরে॥
প্রাণভরা ভালবাসা দিবেন তোমায়।
সে প্রেম না পাবে তুমি লভিয়া আমায়॥
তাই বলি ভালবাস সে হেন রতনে।
রাখিবেন সেই জন তোমারে যতনে॥
দ্বিচারিণী কর যদি নৃপতি আমায়।
জেন' মনে বজ্রাঘাত পড়িবে মাথায়॥
তুমি মম একমাত্র শ্রদ্ধার ভাজন।
পিতা বলি গণি আমি তোমারে রাজন॥"
শুনিয়া সারীর মুখে এহেন বয়ান।
ভয়ে কাঁপে থর থর নৃপতির প্রাণ॥

লজ্জা ভয়ে অবনত করিয়া বদন।
অপ্রতিভ হয়ে রাজা করে পলায়ন ॥
সারীর নিকটে পুনঃ করিয়া গমন।
ভগ্নস্বরে কহে রাজা তাহারে তখন ॥
"না বুঝি তোমারে আমি করেছি পীড়ন।
ক্ষমা কর অপরাধ আমি অভাজন ॥
নয়নের বশে আমি আত্মহারা হ'য়ে।
আনিনু তোমারে আমি আপন আলয়ে ॥
জানি নাই সতী তব সতীত্ব এমন।
লভিনু অশেষ জ্ঞান তোমার কারণ ॥
আজি হ'তে মাতা বলি গণি পর-নারী।
সন্তান বলিয়া ক্ষমা কর তুমি সারী ॥
সন্তুষ্ট হইয়া সারী তাঁর ব্যবহারে।
ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে ॥
মনের আনন্দে তুমি থাকহ রাজন।
রাখি মতি ঈশ-পদে কাটাও জীবন ॥
সভায় যাইয়া পরে নৃপতি তখন।
অব্রাহমে ডাকি সেথা করি সম্ভাষণ ॥
কহিতে লাগিলা তাঁরে কাতর অন্তরে।
কেবা তুমি মহাজন ছলিলে আমারে ॥

আপন পত্নীরে আনি ভগিনী বলিয়ে।
পরিচয় দিলে আসি আমার আলয়ে॥
কিবা দোষে দোষী আমি তোমার চরণে।
পরীক্ষায় আন তাই তাহার কারণে॥
দয়া করি হেথা হ'তে করহ প্রস্থান।
দেখাওনা আর মোরে পাপ প্রলোভন॥
মাতা বলি গণি আমি তোমার ঘরণী।
পিতা সম তোমা আমি আজি হ'তে মানি॥
ধনরত্ন যাহা কিছু হয় প্রয়োজন।
এই লহ নিজ হস্তে করিতেছি দান॥
জানু পাতি ক্ষমা ভিক্ষা মাগি হে এখন।
মিসর ত্যজিয়া দোঁহে করহ প্রস্থান॥"

অব্রাহম লোটের বিবরণ।

মিসর হইতে দোঁহে করিয়া প্রস্থান।
কনান-দক্ষিণে আসি উপস্থিত হন॥
বেথলের পূর্ব্বধারে পর্ব্বত উপরে।
পূর্ব্বের স্থাপিত বেদি আছিল যা পড়ে॥
যাইয়া তথায় দোঁহে ঈশ্বরে ডাকিয়া।
ধন্যবাদ দেন তাঁরে পরাণ ভরিয়া॥

সম্পোষ্য না হয় দেখি সকলে তথায়।
অব্রাম কহিল লোটে বিনয়ে সেথায়॥
পৃথক এবার দেখি না হ'লে যে নয়।
জীব জন্তু এত মোরা রাখিব কোথায়॥
হয় বাছা বামে তুমি করহ গমন।
না হয় যাইতে নিজে করিব মনন॥
দক্ষিণে যাইতে যদি তুমি ওহে চাও।
আপত্তি নাহিক মোর সেইদিকে যাও॥
যর্দ্দনে শ্যামল ভূমি উর্ব্বরা দেখিয়া।
মনে মনে লোট তারে লয়েন বাছিয়া॥
ধীরে ধীরে সেই দিকে করিয়া গমন।
নিবাসিতে তাঁবু এক করেন স্থাপন॥
তথায় যাইয়া লোট করেন বসতি।
লইয়া সাথেতে তাঁর আপন সম্পত্তি॥
ঈশ্বর আদেশে অব্রাম মম্রির উদ্যানে।
স্থাপিলেন নিজাবাস হরষিত মনে॥
তাঁহার উদ্দেশে করি বেদির নির্ম্মাণ।
প্রণমিয়া বিভুপদে জীবন কাটান॥

লোটের বন্দিত্ব ও পুণরুদ্ধার।

সেইকালে কতিপয় রাজাতে মিলিয়া।
দন্ধ যুদ্ধ করে সবে রাজ্যের লাগিয়া॥
জয় পরাজয় হয় কাহার কখন।
লেশমাত্র নাহি স্থির কাহার' তখন॥
ব্যুহকারে রাখি সব সৈন্যরে আপন।
আক্রমণ করিবারে করে প্রাণপন॥
তুরী ভেরী বাজে তথা থাকিয়া থাকিয়া।
রণরঙ্গে বহে বায়ু কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
বাধিল তুমুল রণ রাজ্যের কারণ।
নিমেষে প্রখর বাণে ছাইল গগন॥
নিরুপায় দেখি শেষে সোদম রাজন।
ঘমোরার রাজা সাথে করে পলায়ন॥
দেখিয়া রাজারে সবে নাহিক তথায়।
অরিগণে হরে লয় রত্ন সমুদয়॥
লোটকে করিয়া বন্দী তাহারা তখন।
তাহার সম্পত্তি সব করিল হরণ॥
হেনকালে পলাতক ইব্রী একজন।
অব্রাম আলয়ে ধীরে করিয়া গমন॥

কহে তাঁরে ম্লান মুখে যুদ্ধ বিবরণ॥
তাহা শুনি অব্রাহম হন উচাটন।
শুনিয়া তাহার মুখে লোটের কাহিনী।
ধাইল অব্রাম পাছে লইয়ে সেনানী॥
অরিগণে একে একে করি পরাজয়।
লোটেরে লইয়া আসে আপন আলয়॥
দেখিয়া অব্রামের ঐ অপূর্ব্ব মহত্ব।
সোদমের রাজা আসি প্রশংসে বীরত্ব॥
কহে তারে সমাদরে সোদম রাজন।
হও তুমি ঈশ্বরের দয়ার ভাজন॥
পেয়েছ যতেক বস্তু লহ তব সাথে।
ইচ্ছা মোর হয় খালি সেনানী লভিতে॥
কহিল অব্রাম ধীরে রাজারে তখন।
নাহি চাহি কিছু আমি আমার কারণ॥
সঙ্গে মোর রাজাগণ আছেন যাঁহারা।
নিজ নিজ অংশ সবে লউন তাঁহারা॥
এইরূপে বাঁটি দিয়া অংশ জনে জনে।
আনন্দে ফিরেন অব্রাম আপন ভবনে॥

অব্রাহমের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম স্থাপন।

একদিন অব্রাহম বসিয়া শিবিরে।
ডাকিছেন এক মনে পরম ঈশ্বরে॥
হেনকালে দৈববাণী শুনিলেন ধীরে।
কে যেন ডাকিছে আসি তাঁহার দুয়ারে॥
তাড়াতাড়ি দোর খুলি দেখেন বাহিরে।
উপস্থিত দ্বারে তাঁর, পূজেন যাঁহারে॥
দেখিয়া ঈশ্বরে তিনি আনন্দিত মনে।
ভক্তিভাবে প্রণিপাত করেন চরণে॥
ধন্য আমি আজি পিতঃ তব দরশনে।
পরিতৃপ্ত দাস এবে তব দয়া গুণে॥
একমাত্র তুমি মম জীবনের সার।
ও চরণে কোটি কোটি প্রণতি আমার॥
কহিলেন ভগবান তাঁহারে তখন।
যখন ডাকিবে মোরে পাবে দরশন॥
ঢালরূপে আমি তব করিব বিহার।
লভিবে আমার স্নেহে মহাপুরস্কার॥
করযোড়ে কহে ধীরে অব্রাম তাঁহারে।
অনেক দিয়েছ নাথ তুমি হে আমারে॥

ধন রত্ন আর কিছু নাহি আমি চাই।
শ্রীচরণে সদা যেন পাই আমি ঠাঁই॥
একমনে পারি যেন ভজিতে তোমায়।
দে'খ নাথ রেখ' মনে ভুল না আমায়॥
শুনি অব্রামের সেই কাতর কাহিনী।
কহিতে লাগিলা তারে সেই গুণমণি॥
নাহি চাহ কিছু তুমি কিসের কারণ।
শতপুত্র দিব আমি তোমারে এখন॥
অসংখ্য তারকা রাশি হের ও গগনে।
জন্মিবে তোমার বংশ সে মত এখানে॥
মিশ্রি নদী হ'তে ফরাৎ অবধি।
দিব আমি তাহাদের করিতে বসতি॥
এতবলি ভগবান হন অন্তর্ধ্যান।
ভক্তিভরে অব্রাহম করিল প্রণাম॥

———

ইস্মায়েলের জন্ম বিবরণ।

বসিয়া শিবিরে সারী অব্রামের পাশে।
মন দুখ ধীরে ধীরে পতিরে প্রকাশে॥
কহে বালা দেখ' নাথ কত দুখ সহি।
সন্তান অভাবে আমি কোন সুখী নহি॥
পেয়েছি অশেষ দয়া ঈশ্বরের কাছে।
পুত্র বিনা কিন্তু মোর সুখ নাহি আছে॥
এক পুত্র যদি আমি লভিবারে পাই।
মম সম ভাগ্যবতী ভাবি আর নাই॥
সে রতনে রাখি আমি নয়নে নয়নে।
জুড়াই জীবন মম তাহার বচনে॥
মা বলি ডাকিবে যবে কত সুখ পাব।
আদরে যতনে আমি কত চুমু খাব॥
সে আশা আমার আর না পুরিল ভবে।
বন্ধ্যা হয়ে রহিলাম সন্তান অভাবে॥
নাহি দেখি আমি আর সন্তান লক্ষণ।
কহি যাহা কর এবে তুমি হে রাজন॥
সুন্দরী যুবতী ঐ হেগার নামে দাসী।
যাও তুমি তার কাছে প্রেম অভিলাষী॥

একটি সন্তান যদি উহা হতে হয়।
মা ব'লে ডাকিবে বাছা আমারে নিশ্চয়॥
তোমার ঔরস জাত জন্মিবে যে জন।
নিশ্চয়ই হইবে সে আমার আপন॥
শুনিয়া সারীর মুখে বিনয় বচন।
সম্মত হ'লেন অব্রাম যাইতে তখন॥
হেগারে লভিতে শেষে করিয়া মনন।
পত্নী ব'লে তারে তিনি করেন গ্রহণ॥
এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত॥
গর্ভবতী হয় নারী সারী মনোনীত॥
সুপুত্র জন্মিল এক অব্রাম ঔরসে।
কাটাতে লাগিল কাল মনের হরষে॥
ইস্মায়েল রাখি নাম তাহার তখন।
ধন্যবাদ দেন সবে করি ঈশ্বর স্মরণ॥
পরমেশ অভিমত এই নাম হয়।
ইহার বৃত্তান্ত আমি কব সমুদায়॥
ইস্মায়েল ইতিহাস করিব গো পরে।
শুনিবে তাহার কথা আনন্দের ভরে॥
দয়াময় ঈশ্বরের করুণা অপার।
সেইজনে এক মনে ডাক একবার॥

নিরন্তর ভক্তি ভাবে পূজ যদি তাঁরে।
রহিবে না কোন দুঃখ পৃথিবী ভিতরে॥

ত্বকছেদনের নিয়ম স্থাপন।

নিরানব্বই বৎসর বয়স যখন।
পরমেশ অব্রাহমে দেন দরশন॥
তাহারে ডাকিয়া তিনি ক'ন ধীরে ধীরে।
মন দিয়া শুন তুমি বলিহে তোমারে॥
"সিদ্ধজন" বলি সবে তোমারে জানিবে।
তোমা হ'তে মহাজাতি জন্মিবে এ ভবে॥
আদি পিতা সে বংশের হইবে গো তুমি।
একমাত্র যে বংশের ভরসা হে আমি॥
মম বাক্য সবে তারা করিবে পালন।
প্রত্যেক পুরুষ ত্বক করহ ছেদন॥
এই চিহ্ন রহিবেক নিয়ম আমার।
তব বংশ জানা যাবে লক্ষণ ইহার॥
সারী বলি ভার্য্যারে ডে'কনা'ক আর।
সারা নাম দি'নু আমি এখন তাহার॥

রাণী হ'য়ে রবে সে যে আশীর্ব্বাদ করি।
সার্থক জনম হবে পুত্র এক ধরি॥
তার বংশে জন্মিবে বহু রাজাগণ।
আদি মাতা হবে সারা তাদের তখন॥
ঈশ্বরের সেই বাণী করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে অব্রাহম হাসিল তখন॥
অসম্ভব জানি মনে ভাবে ধীরে ধীরে।
শতবর্ষ বয়সে কি পুত্র হ'তে পারে॥
নব্বই বছর সারী হয়েছে এখন।
সম্ভবে কি তার গর্ভে হইতে সন্তান॥
এত ভাবি পরমেশে কহিল তখন।
দয়া করি শুন নাথ আমার বচন॥
ইশ্মায়েলে দে'ছ তুমি বহু দয়া করি।
বাঁচিয়া থাকুক পুত্র তব পদ ধরি॥
অব্রাহম মুখে শুনি এরূপ বচন।
ক'ন তারে ধীরে ধীরে সেই মহাজন॥
মম বাক্য কভু নাহি মিথ্যা হ'তে পারে।
অবশ্য লভিবে পুত্র সারার উদরে॥
ইসাহক্ রেখ' নাম তাহার তখন।
তার বংশ হবে মোর স্নেহের ভাজন॥

ইস্মায়েলে করি আমি বহু আশীর্ব্বাদ।
ধন্য তুমি পূর্ণ হ'ক তব মন সাধ॥
এতবলি পরমেশ হন অন্তর্ধ্যান॥
সব কথা অচিরাৎ হইল প্রমাণ॥

ধন্য তুমি ভগবান ধন্য তব লীলা।
পাতকী তরাতে তুমি একমাত্র ভেলা॥
সুখ শান্তি অব্রাহমে দিলে হে প্রচুর।
বিশ্বাসে নিকটে তুমি তর্কে বহুদূর॥
প্রণমি চরণে আমি রেখ' রাঙ্গাপায়।
অটল বিশ্বাস যেন ভেঙ্গে নাহি যায়॥
পাপমতি যতজন তোমারে না জানে।
ভাবে না কেমনে তারা এসেছে এখানে॥
অসম্ভব ভাবে মনে জগতের রীতি।
আত্মমদে মত্ত সদা করেনা'ক স্তুতি॥
মিনতি দাসের এই রাখ বিশ্বপতি।
চিরদিন তব পদে থাকে যেন মতি॥
মহাত্মন অব্রাহম তোমার লাগিয়া।
পূজিলেন আজীবন ভক্তি অর্ঘ্য দিয়া॥

স্থাপিলেন ধরামাঝে ভক্তির সোপান।
প্রণমিয়া তব পদে ওহে ভগবান॥
দেখিয়া তাঁহার ভক্তি অনুমান হয়।
থাকিলে অচল ভক্তি পাইব তোমায়॥
তুমি বিনা আমাদের কেহ নাহি আর।
একমাত্র তুমি যে হে জীবনের সার॥
নেহারি তোমার দয়া নোয়ার উপর।
কোন্‌জন বল প্রভু ধরণি ভিতর॥
রহিবে অজ্ঞান আজি সংসার মাঝারে।
না ডাকিবে তোমা ধনে কাতর অন্তরে॥
অগতির গতি তুমি ধার্ম্মিকের প্রাণ।
তোমারে স্মরিয়ে সবে পায় পরিত্রাণ॥
ভবের কাণ্ডারী তুমি ওহে অরিন্দম * !
সংসার কান্তারে বসি করি হে প্রণাম॥
তব আশীর্ব্বাদে যেন দমি ষড়রিপু *।
মৃত্তিকায় মিশে যেন আমাদের বপুঃ॥
দে'খ নাথ রেখ' মনে দিও হে চরণ।
অন্তিমে তোমার যেন পাই দরশন॥
আসিয়াছি ধরামাঝে তব পদ ধরি।
কাটে যেন দিন মম সেই পদ স্মরি॥

পাঠক পাঠিকা আর শ্রোতৃ বৃন্দগণ।
ঈশপদে রাখি মতি কাটাও জীবন॥
একমনে ডাক তাঁরে নিবেসিয়া মন।
অন্তিমে লভিবে সবে তাঁহার চরণ॥
অব্রাহম হতে সবে এই শিক্ষা লও।
ভগবানে যেন কেহ বিস্মৃত না হও॥
আদিপুরাণের কথা অমৃত সমান।
ভক্তিভাবে শুন সবে হবে জ্ঞানবান॥

আদিপুরাণ প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

Revised by Clergymen

পৃষ্ঠা।	কথা।	অর্থ।
৬	নেহার	দেখ।
৬	নিখিল	জগৎ, পৃথিবী।
৬	বিশ্বনাথ	বিশ্ব—জগৎ, নাথ—স্বামী জগতের—স্বামী।
৭	সঙ্গোপনে	নিভৃতে, নির্জ্জনে।
৯	আগার	গৃহ, বাসস্থান।
১০	হরষিত	প্রফুল্লিত, আনন্দিত।
১১	চতুবর্গ	ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।
১১	অর্জ্জন	লাভ।
১২	অদৃষ্ট	ন+দৃষ্ট—অদৃষ্ট=যাহা দেখা যায় না (অজানিত ফলাফল)।
১৪	লিপ্ত	জড়িত।
১৫	পূরাবৃত্ত	ইতিহাস।
১৫	প্রকোপ	উৎকটতা, অতিশয় কোপ।
১৬	নিধন	ধ্বংস।
১৮	শৃঙ্গ	চূড়া।
১৮	বায়স	কাক।
১৮	কপোত	ঘুঘু, পায়রা বিশেষ।
২০	প্রস্তর	পাথর।

পৃষ্ঠা।	কথা।	অর্থ।
২০	মেঘধনু	রামধনু।
২১	অর্ঘ্য	নৈবেদ্য।
২৪	ভ্রাতষ্পুত্র	ভাইপো। (এখানে লোটকে উল্লেখ করা হইয়াছে)।
২৪	শিবির	তাঁবু।
২৬	বহ্নি	আগুন।
২৭	শরাসন	ধনুক।
৩৪	ঘরণী	স্ত্রী।
৪৪	সোপান	আরোহণী, সিঁড়ি।
৪৫	অরিন্দম	শত্রু দমনকারী।
৪৫	কান্তারে	দুর্গমপথে, মহারণ্যে।
৪৫	ষড়রিপু	কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।
৪৫	বপু	শরীর।
৪৬	শ্রোতৃবৃন্দ	শ্রোতাগণ, যাঁহারা শ্রবণ করেন।

৬ ধূলায় 'ধু' হইবে।